অধ্যায় ৫ : ব্যাকরণিক সংবর্গ

সংখ্যাবাচক শব্দ: শকাব্দ ও বিক্রমাব্দ: ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহাসিক পঞ্জিকা

বিক্রমাব্দ (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দ)

উত্তর ভারতে রাজা বিক্রমাদিত্য (যিনি ঐতিহ্যগতভাবে উজ্জয়িনীর রাজা হিসেবে পরিচিত) খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দে একটি নতুন বর্ষ গণনা শুরু করেন, যা বিক্রম সংবৎ বা বিক্রমাব্দ নামে পরিচিত। এটি প্রধানত উত্তর ভারত ও নেপালে ব্যবহৃত হয়। এই বর্ষপঞ্জি সৌরভিত্তিক তবে কিছু অঞ্চলে চান্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

শকাব্দ (৭৮ খ্রিষ্টাব্দ)

শকাব্দ শুরু হয় ৭৮ খ্রিষ্টাব্দে। বেশিরভাগ ঐতিহাসিকের মতে, কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক বা দক্ষিণ ভারতের শালিবাহন রাজবংশের রাজারা এই অব্দের প্রবর্তক। শকাব্দ ভারতের দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। ভারত সরকারের জাতীয় পঞ্জিকা– শক বর্ষপঞ্জি– এই শকাব্দের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি।

- *কুষাণ সমাট কনিষ্কের মুদ্রা– শকাব্দের অন্যতম সম্ভাব্য পবতক (৭৮ খিষ্টাব্দ)। (উৎস: উইকিমিডিয়া কমন্স)*

বাংলায় শকাব্দের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ বঙ্গাব্দ তৈরির সময় জ্যোতির্বিদ ফতুল্লাহ শিরাজি মূলত শকাব্দের সৌর হিসাবকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। বাংলার কৃষকরা দীর্ঘকাল ধরে শকাব্দ অনুযায়ী ফসল তুলতেন।

সূর্যসিদ্ধান্ত ও ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান

ভারতীয় উপমহাদেশে কাল গণনার একটি সমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য ছিল। বেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত জ্যোতিষশাস্ত্র এই ঐতিহ্যের ভিত্তি। সংস্কৃত গ্রন্থ সূর্যসিদ্ধান্ত– যা প্রায় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বলে মনে করা হয়– সৌরজগতের বিস্তারিত গাণিতিক বর্ণনা দেয়। পশ্চিমবঙ্গে আজও হিন্দু সম্প্রদায়ের বাংলা পঞ্জিকা এই সূর্যসিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে চলে।

বঙ্গাব্দের জন্ম: আকবরের ঐতিহাসিক সংস্কার

বাংলা বর্ষপঞ্জির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো মুগল সম্রাট আকবরের সময়কাল। বঙ্গাব্দের সূচনা নিয়ে দুটি মত চালু রয়েছে।

প্রথম মত: শশাঙ্কের উদ্যোগ: একটি মত অনুযায়ী, প্রাচীন বাংলার রাজা শশাঙ্ক (আনু. ৬০০–৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ) বঙ্গাব্দ চালু করেছিলেন। শশাঙ্ক ছিলেন গৌড়ের প্রথম স্বাধীন রাজা। কিন্তু বাংলাপিডিয়া ও অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিক এই মতকে সন্দেহজনক মনে করেন। কারণ শশাঙ্কের শাসনামলে যত লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, কোথাও বঙ্গাব্দ নয়, বরং গুপ্তাব্দ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ও প্রধান মত: সম্রাট আকবর ও তারিখ-ই-এলাহী

- *মুগল সমাট আকবর (১৫৪২–১৬০৫)– বজ্ঞাব্দের পবতক। তাঁর রাজদরবারে হরিদাস ও তানসেনের সাক্ষাৎ দশ্য (মুগল মিনিয়েচার চিত্রকলা)। উৎস: উইকিমিডিয়া কমন্স*

‘বাংলা বর্ষপঞ্জি ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর প্রবর্তন করেন। এই নতুন বর্ষপঞ্জিটি প্রথমে তারিখ–ই–এলাহী নামে পরিচিত ছিল। নতুন এই সালটি আকবরের রাজত্বের ঊনত্রিশতম বর্ষে প্রবর্তিত হলেও তা গণনা করা হয় ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর থেকে।’

– বাংলাপিডিয়া, ‘বাংলা বর্ষপঞ্জি’, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, খ–২

সম্রাট আকবর তাঁর রাজত্বের শুরু থেকেই রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে হিজরি চান্দ্রবর্ষ ব্যবহারের সমস্যা অনুভব করেন। আবুল ফজল আকবরনামায় লিখেছেন যে, হিজরির চান্দ্রবর্ষ ও কৃষির সৌরচক্রের মধ্যে ১১–১২ দিনের পার্থক্যের কারণে মাত্র ৩১ চান্দ্রবর্ষ ৩০ সৌরবর্ষের সমান। ফলে ফসল ওঠার আগেই কর চাওয়া হতো।

সমাধানে আকবর তাঁর বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ **আমির ফতুল্লাহ শিরাজীকে** (Fathullah Shirazi) একটি নতুন সৌর পঞ্জিকা তৈরির দায়িত্ব দেন। শিরাজি শকাব্দের সৌর গণনা পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং হিজরির প্রতীকী সংখ্যা (৯৬৩ হিজরি) বজায় রেখে এক অভূতপূর্ব পঞ্জিকা তৈরি করেন, যার নাম দেওয়া হয় **তারিখ-ই-এলাহী** বা **ঐশী তারিখ।**

যেহেতু, ৯৬৩ হিজরির মুহররম মাস বাংলার বৈশাখ মাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, তাই চৈত্রের (শকাব্দের প্রথম মাস) পরিবর্তে **বৈশাখকে বাংলা বর্ষের প্রথম মাস** করা হয়। পরবর্তীতে সম্রাট শাহজাহানের সময়ে মাসের প্রতিদিনের পৃথক পৃথক নাম বাদ দিয়ে সাপ্তাহিক পদ্ধতি চালু হয়।

বঙ্গাব্দ মাস	সংস্কৃত নক্ষত্র	গ্রেগরীয় সময়কাল	দিন সংখ্যা (সংস্কারিত)
বৈশাখ	বিশাখা	এপ্রিল-মে	৩১
জ্যৈষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা	মে-জুন	৩১
আষাঢ়	পূর্বাষাঢ়া	জুন-জুলাই	৩১

শ্রাবণ	শ্রবণা	জুলাই-আগস্ট	৩১
ভাদ্র	পূর্বভাদ্রপদ	আগস্ট-সেপ্টেম্বর	৩১
আশ্বিন	অশ্বিনী	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	৩১
কার্তিক	কৃত্তিকা	অক্টোবর-নভেম্বর	৩০
অগ্রহায়ণ	মৃগশিরা	নভেম্বর-ডিসেম্বর	৩০
পৌষ	পুষ্যা	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	৩০
মাঘ	মঘা	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	৩০
ফাল্গুন	পূর্বফাল্গুনী	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	২৯/৩০
চৈত্র	চিত্রা	মার্চ-এপ্রিল	৩০

বঙ্গাব্দের সংস্কার: আধুনিক বাংলাদেশে নতুন রূপ

আকবর প্রবর্তিত বঙ্গাব্দ দীর্ঘকাল মোটামুটি অপরিবর্তিত থেকে বাংলার কৃষি ও সামাজিক জীবনে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী হিন্দু জ্যোতিষ পঞ্জিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনতার কারণে ব্যাবহারিক সমস্যা থেকেই যাচ্ছিল।

শহীদুল্লাহ কমিশনের সংস্কার (১৯৬৬)

বাংলাদেশে ১৯৬৬ সালে বাংলা একাডেমি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে একটি বর্ষপঞ্জি সংস্কার কমিটি গঠন করে। সংশোধিত পঞ্জিকায় প্রথম পাঁচ মাসে ৩১ দিন এবং বাকি সাত মাসে ৩০ দিন নির্ধারণ করা হয়। অধিবর্ষের ক্ষেত্রে ফাল্গুন মাসকে ৩১ দিন করার বিধান রাখা হয়। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সরকার এই পঞ্জিকা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় সংস্কার (২০১৯)

১৪২৬ বঙ্গাব্দে (২০১৯ সালে) বাংলা একাডেমি আবার পঞ্জিকা সংশোধন করে। এবার প্রথম ছয় মাস (বৈশাখ থেকে আশ্বিন) ৩১ দিনের করা হয়। গ্রেগরীয় পঞ্জিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এই সংস্কার করা হয়, যাতে ১লা বৈশাখ সর্বদা ১৪ এপ্রিলেই পড়ে।

(উৎস: উইকিমিডিয়া কমন্স)

কবি শকাব্দ ও বিভিন্ন আঞ্চলিক অব্দ

ভারতীয় উপমহাদেশে শকাব্দের পাশাপাশি কিছু স্থানীয় অব্দও প্রচলিত ছিল। কলি অব্দ বা কলিযুগের সন হলো হিন্দু ধর্মের চার যুগের শেষটির শুরুকে ভিত্তি ধরে গণনা (৩১০২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে), যা মূলত জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়।

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে কবিরা প্রায়ই তাঁদের রচনার শেষে রচনাকাল উল্লেখ করতেন শকাব্দে। এই রীতি থেকেই পরিচিত হয় 'কবি শকাব্দ'– যেখানে শকাব্দের সংখ্যাকে বাংলা কাব্যিক ভাষায় বর্ণনা করা হতো। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল বা মহাভারতের বাংলা অনুবাদে এই রীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে কবি কাশীরাম দাসের মহাভারত রচনার সময়কাল শকাব্দে উল্লিখিত হয়েছে।

একটি তুলনামূলক চিত্র: পৃথিবীর প্রধান অব্দসমূহ

অব্দের নাম	ভিত্তি	শুরু	প্রবর্তক/অঞ্চল
জুলিয়ান অব্দ	রোমান প্রজাতন্ত্র	৪৬ খ্রিষ্টপূর্ব	জুলিয়াস সিজার
খ্রিষ্টাব্দ / গ্রেগরীয়	যিশুর জন্মবর্ষ	১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দ (সংস্কার)	পোপ গ্রেগরি XIII, ইউরোপ
হিজরি অব্দ	মদিনায় হিজরত	৬২২ খ্রিষ্টাব্দ	খলিফা উমর (রা.), আরব
বিক্রমাব্দ	রাজা বিক্রমাদিত্য	৫৭ খ্রিষ্টপূর্ব	উত্তর ভারত, নেপাল
শকাব্দ	কনিষ্ক/শালিবাহন	৭৮ খ্রিষ্টাব্দ	দক্ষিণ ও মধ্য ভারত
বঙ্গাব্দ	আকবরের সিংহাসন (১৫৫৬)	১৫৫৬ (গণনা); ১৫৮৪ (প্রবর্তন)	সম্রাট আকবর, বাংলা অঞ্চল

সদময়রেখা: বর্ষগণনার বিবর্তন

- **আনু. ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্ব:** সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় চান্দ্র পঞ্জিকার উদ্ভব। মেসোপটেমিয়ায় ১২ মাস ও অধিমাস প্রথার প্রচলন।
- **আনু. ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্ব:** মিশরীয়রা ৩৬৫ দিনের সৌর পঞ্জিকা চালু করে, ১২টি ৩০–দিনের মাস ও ৫ দিনের বাড়তি সময়সহ।
- **৫৭ খ্রিষ্টপূর্ব:** ভারতে বিক্রমাব্দের সূচনা। উত্তর ভারত ও নেপালে আজও এটি প্রচলিত।

- **৪৬ খ্রিস্টপূর্ব:** জুলিয়াস সিজার সোসিজেনেসের পরামর্শে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন। ৩৬৫.২৫ দিনের সৌরবর্ষ ও লিপ-ইয়ার ধারণা চালু।
- **৭৮ খ্রিস্টাব্দ:** শকাব্দের সূচনা। ভারতীয় উপমহাদেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটি প্রধান পঞ্জিকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- **৬২২ খ্রিস্টাব্দ:** মহানবি (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের বছর থেকে হিজরি সনের গণনা শুরু। খলিফা উমর (রা.) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবর্তন করেন।
- **১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ:** দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে আকবরের জয়লাভ– এই তারিখ থেকে বঙ্গাব্দের গণনা শুরু ধরা হয়।
- **১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ:** পোপ গ্রেগরি XIII গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন। ক্যাথলিক ইউরোপে তাৎক্ষণিক গ্রহণ।
- **১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ:** সম্রাট আকবর তারিখ-ই-এলাহী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবর্তন করেন। জ্যোতির্বিদ ফতুল্লাহ শিরাজি পঞ্জিকাটি রচনা করেন।
- **১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ:** বাংলাদেশে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে বাংলা বর্ষপঞ্জি সংস্কার কমিটি গঠন।
- **১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ:** বাংলাদেশ সরকার সংস্কারিত বাংলা বর্ষপঞ্জি সরকারিভাবে গ্রহণ করে। ১লা বৈশাখ নির্দিষ্টভাবে ১৪ এপ্রিল হয়।
- **২০১৬ খ্রিস্টাব্দ:** ইউনেস্কো ঢাকার আনন্দ শোভাযাত্রাকে (পহেলা বৈশাখের মিছিল) অবস্তুগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।

কারক ও বিভক্তি নির্ণয়

ক্রমিক নং	প্রদত্ত বাক্য	কারক	বিভক্তি
১	বিপদে মোরে রক্ষা করো।	অপাদানে	৭মী
২	বিপদে যেন করিতে পারি জয়।	কর্মে	৭মী
৩	বিপদে ধৈর্য ধারণ করো।	অধিকরণে	৭মী
৪	তিলে তৈল আছে।	অভিব্যাপক অধিকরণে	৭মী
৫	তিলে তৈল হয়।	অপাদানে	৭মী
৬	টাকায় টাকা হয়।	অপাদানে	৭মী
৭	টাকায় কী না হয়।	করণে	৭মী
৮	গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল।	অধিকরণে	৭মী
৯	শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।	উপলক্ষণ বা লক্ষণাত্মক করণে	৭মী
১০	লোকটা কান্নায় ভেঙে পড়ল।	করণে	৭মী
১১	কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।	ভাবাধিকরণে/ভাবে	৭মী
১২	লোকে বলে।	কর্তায়	৭মী
১৩	তাকে বলো।	কর্মে	২য়া
১৪	শুক্রবার স্কুল বন্ধ।	অধিকরণে	শূন্য
১৫	শুক্রবার হতে স্কুল বন্ধ।	কালাত্মক অপাদানে	৫মী
১৬	কলমে কালি ঝরে।	অপাদানে	৭মী
১৭	কলমে কালি ধরে।	অধিকরণে	৭মী
১৮	নতুন ধানে হবে নবান্ন।	করণে	৭মী
১৯	ধানে খই হয়।	অপাদানে	৭মী
২০	জমিতে ধান জন্মে।	কর্তায়	শূন্য
২১	পরীক্ষা আসলে চোখে জল ঝরে।	অপাদানে	৭মী
২২	সে চোখে দেখে না।	করণে	৭মী
২৩	ফুটবল একটি জনপ্রিয় খেলা।	কর্তায়	শূন্য
২৪	ছেলেরা ফুটবল খেলে।	করণে	শূন্য
২৫	ছেলেটি একটি ফুটবল কিনেছে।	কর্মে	শূন্য
২৬	ছাদে পানি পড়ে।	অপাদানে	৭মী
২৭	ছাদ থেকে নদী দেখা যায়।	অধিকরণে	৫মী
২৮	ঈশ্বরে বিশ্বাস করো।	কর্মে	৭মী
২৯	ঈশ্বর থাকেন ওই ভদ্র পল্লিতে।	কর্তায়	শূন্য
৩০	ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাটিয়া চলিল।	অধিকরণে	৭মী
৩১	ঘোড়ায় গাড়ি টানে।	কর্তায়	৭মী
৩২	ছায়ায় বসো।	অধিকরণে (স্থানাধিকরণ)	৭মী
৩৩	কোথা সে ছায়া সখি।	কর্মে	শূন্য
৩৪	বাবা ঢাকা থাকেন।	অধিকরণে	শূন্য
৩৫	গাড়ি ঢাকা ছাড়ল।	অপাদানে	শূন্য
৩৬	চোখ দিয়ে পানি পড়ে।	অপাদানে	৩য়া
৩৭	চোখের পানিতে বুক ভেসে যায়।	করণে	৭মী

ক্রমিক নং	প্রদত্ত বাক্য	কারক	বিভক্তি
৩৮	জ্ঞানে বিমল আনন্দ লাভ হয়।	করণে	৭মী
৩৯	জ্ঞানে বিমল আনন্দ লাভ হয়।	কর্মে	শূন্য
৪০	সে আনন্দে আত্মহারা হলো।	করণে	৭মী
৪১	লেজে খেলায়।	করণে	৭মী
৪২	তার লেজে পাড়া দেওয়া যায় না।	অধিকরণে	৭মী
৪৩	ধোপাকে কাপড় দাও।	কর্মে	২য়া
৪৪	কাঁথায় শীত মানে না।	করণে	৭মী
৪৫	নকশি কাঁথায় নকশা আঁকো।	অধিকরণে	৭মী
৪৬	আমারে তুমি করিবে ত্রাণ।	কর্মে	২য়া
৪৭	আমায় একটু আশ্রয় দিন।	কর্মে	৭মী
৪৮	অন্ন চাই।	কর্মে	শূন্য
৪৯	অন্নহীনে অন্ন দাও।	কর্মে	৭মী
৫০	বিহগে ললিত গীতি শিখিয়েছে ভালোবাসি।	কর্মে	৭মী
৫১	বিহগে গান গাইছে।	কর্তায়	৭মী
৫২	আমার যাওয়া হবে না।	কর্তায়	৬ষ্ঠী
৫৩	তার দেখা পেলাম না।	কর্মে	৬ষ্ঠী
৫৪	করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ঘুরে।	অপাদানে	শূন্য
৫৫	বৃন্দাবনে রাধা নেই।	অধিকরণে	৭মী
৫৬	পরীক্ষা আসলে মন খারাপ হয়।	কর্তায়	শূন্য
৫৭	সে পরীক্ষা দেয়নি।	কর্মে	শূন্য
৫৮	হাতে কাজ করো।	করণে	৭মী
৫৯	পাতায় পাতায় পড়ে নিশিতে শিশির।	অধিকরণে	৭মী
৬০	লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।	অপাদানে	৭মী
৬১	লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।	করণে	৭মী
৬২	পাপে বিরত হও।	অপাদানে	৭মী
৬৩	গুরুজনে করো নতি।	কর্মে	৭মী
৬৪	আমা হতে এ কাজ হবে না।	কর্তায়	৫মী
৬৫	মেঘ হতে বৃষ্টি হয়।	অপাদানে	৫মী
৬৬	জিজ্ঞাসিব জনে জনে।	কর্মে	৭মী
৬৭	দু দণ্ডে চলে যায় দুদিনের পথে।	কালাত্মক করণে	৭মী
৬৮	চারদিন হতে আমার জ্বর।	কালাত্মক অপাদানে	৫মী
৬৯	পাহাড় নাড়ায় সাধ্য কার।	কর্মে	শূন্য
৭০	আমি পাহাড়ে উঠিনি।	অধিকরণে	৭মী
৭১	আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়।	কর্তায়	শূন্য
৭২	সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।	ব্যতিহার কর্তায়	৭মী
৭৩	হাসিতে মুক্তা ঝরে।	অধিকরণে/ভাবে	শূন্য
৭৪	পুকুরে পানি আছে।	ঐকদেশিক আধারাধিকরণ	৭মী
৭৫	পুকুরে মাছ আছে।	সামীপ্য ঐকদেশিক	৭মী

ক্রমিক নং	প্রদত্ত বাক্য	কারক	বিভক্তি
৭৬	ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে।	আধারাধিকরণ	৫মী
৭৭	ঘাট থেকে নৌকা ছেড়ে গেল।	অপাদানে	২য়া
৭৮	হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে।	অধিকরণে	৩য়া
৭৯	খিলি পান দিয়ে ওষুধ খাব।	অধিকরণে	৭মী
৮০	এক থালাতে খাব মোরা।	অপাদানে	৭মী
৮১	ছেলেরা পুকুরে মাছ ধরে।	অপাদানে	৭মী
৮২	ডাক্তার ডাকো।	কর্মে	২য়া
৮৩	ডাক্তারকে ডাকো।	কর্মে	৩য়া
৮৪	তার গা দিয়ে ঘাম ঝরে।	অপাদানে	৩য়া
৮৫	কলা দিয়ে ওষুধটা খাও।	অধিকরণে	৩য়া
৮৬	গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।	কর্তায়	৭মী
৮৭	সন্ন্যাসীর গায়ে লাগিতে চরণ থামিল বাসব দত্তা।	অধিকরণে	৭মী
৮৮	ঝিনুকে খোঁচা লেগেছে।	করণে	৭মী
৮৯	ঝিনুককে ডাকো।	কর্মে	২য়া
৯০	অর্থ অনর্থ ঘটায়।	কর্মে	শূন্য
৯১	আকাশ মেঘে ঢাকা।	অধিকরণে	শূন্য
৯২	আমার ভাত খাওয়া হলো না।	কর্মে	শূন্য
৯৩	আকাশে চাঁদ উঠেছে।	অধিকরণে	৭মী
৯৪	ইট-পাথরের বাড়ি বেশ শক্ত।	করণে	৬ষ্ঠী
৯৫	ইটের বাড়ি সহজে ভাঙে না।	করণে	৬ষ্ঠী
৯৬	এ কলমে ভালো লেখা হয়।	করণে	৭মী
৯৭	এ জমিতে সোনা ফলে।	অধিকরণে	৭মী
৯৮	এ কলমে বেশ লেখা যায়।	করণে	৭মী
৯৯	কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।	অধিকরণে	৭মী
১০০	কাচের জিনিস সহজে ভাঙে।	করণে	৬ষ্ঠী
১০১	কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।	অধিকরণে	৭মী
১০২	কৃষক লাঙল চষছে।	করণে	শূন্য
১০৩	কালির দাগ সহজে ওঠে না।	সম্বন্ধ	৬ষ্ঠী
১০৪	কাজে মন দাও।	কর্মে	৭মী
১০৫	গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।	অধিকরণে	৭মী
১০৬	গোরুতে গাড়ি টানে।	কর্তায়	৭মী
১০৭	গগনে গরজে মেঘ।	কর্তায়	শূন্য
১০৮	ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে।	অধিকরণে	৭মী
১০৯	চোরের ভয়ে ঘুম আসে না।	অপাদানে	৬ষ্ঠী
১১০	ছাগলে কী না খায়।	কর্তায়	৭মী
১১১	জলকে চল।	নিমিত্তার্থে	৪র্থী
১১২	জল পড়ে পাতা নড়ে।	কর্তায়	শূন্য
১১৩	জমিতে সোনা ফলে।	অধিকরণে	৭মী

ক্রমিক নং	প্রদত্ত বাক্য	কারক	বিভক্তি
১১৪	জলের লিখন থাকে না।	করণে	৬ষ্ঠী
১১৫	জেলে মাছ ধরে।	কর্তায়	শূন্য
১১৬	জলে কুমির ডাঙায় বাঘ।	অধিকরণে	৭মী
১১৭	ট্রেনটি ঢাকা ছেড়েছে।	অপাদানে	শূন্য
১১৮	টাকার লোভ ভালো নয়।	সম্বন্ধে	৬ষ্ঠী
১১৯	তিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত।	অধিকরণে	৭মী
১২০	তিনি হজে গেছেন।	নিমিত্তার্থে	৭মী
১২১	তিনি বাড়ি নেই।	অধিকরণে	শূন্য
১২২	তারা ফুটবল খেলে।	করণে	শূন্য
১২৩	তার ধর্মে মতি আছে।	অধিকরণে	৭মী
১২৪	দশে মিলে করি কাজ।	কর্তায়	৭মী
১২৫	দুধে ছানা হয়।	অপাদানে	৭মী
১২৬	ধান থেকে চাউল হয়।	অপাদানে	৫মী
১২৭	ধনী দরিদ্রকে ঘৃণা করে।	কর্মে	২য়া
১২৮	নিজের চেষ্টায় বড়ো হও।	করণে	৭মী
১২৯	নজরুল কর্তৃক অগ্নিবীণা রচিত হয়।	কর্তায়	৩য়া
১৩০	নদীতে মাছ আছে।	অধিকরণে	৭মী
১৩১	শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান অন্যে কভু নয়।	কর্তায়	শূন্য
১৩২	সর্বশিষ্যে জ্ঞান দেন গুরু মহাশয়।	কর্মে	৭মী
১৩৩	সরোবরে পদ্ম জন্মে।	অধিকরণে	৭মী
১৩৪	সব ঝিনুকে মুক্তা মিলে না।	অধিকরণে	৭মী
১৩৫	সূর্য উঠলে অন্ধকার দূর হয়।	কর্মে	শূন্য
১৩৬	সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দেব কোথা।	অধিকরণে	৭মী
১৩৭	সাপুড়ে সাপ খেলায়।	কর্তায়	শূন্য
১৩৮	সমুদ্রজলে লবণ আছে।	অধিকরণে	৭মী
১৩৯	সে বাড়ি নেই।	অধিকরণে	শূন্য